

সূরা আল-আহযাব:৮ম রুকু (৫৯-৬৮) আয়াত

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ ۝٥٩ وَأَنْ يُعَرِّفْنَ فَلََّا يُؤْذَيْنَ ۖ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

৫৯. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্থিত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হিজাব কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা। পর্দা শব্দটি ফার্সি এবং এটি বাংলায় বহুল প্রচলিত। পর্দা বা হিজাব আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নৈতিকতা সম্পর্কিত বিধি বিধানগুলোর অন্যতম। হিজাবের আভিধানিক অর্থ প্রতিহত করা, ফিরিয়ে রাখা, আড়াল করা। পারিভাষিক অর্থ- সেই বিধি-ব্যবস্থা ও চেতনা যার মাধ্যমে ঘর থেকে শুরু করে পথ-প্রতিষ্ঠান-সমাবেশ সহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের নিজস্বতা সংরক্ষণ ও সম্মান বজায় রেখে উভয়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয়, নিয়ন্ত্রণহীন কথাবার্তা, দর্শন, দৃষ্টিবিনিময়, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করা হয়। মহান আল্লাহকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদাত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু ঈমান রক্ষা ও হিজাব পালন নারী ও পুরুষের জন্য সার্বক্ষণিক ফরয ইবাদাত যার জন্য প্রতিটি মুহূর্তেই সতর্ক থাকতে হয়। একটি সমাজে নানা রকমের মানুষ বসবাস করে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও নৈতিক জীবন যাপনের জন্য মহান আল্লাহ তা' আলা ইসলামকে সার্বজনীন জীবন বিধান হিসাবে অনুসরণযোগ্য করে পাঠিয়েছেন যা প্রতি যুগের জন্য উপযোগী। একমাত্র মহান আল্লাহই ভবিষ্যতকেও জানেন, মানুষকে যে জ্ঞান মেধা দিয়েছেন সেটাকে কাজে লাগিয়ে সে কতদূর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করবে তাও জানেন। মহান আল্লাহই কিয়ামত পর্যন্ত হিজাবের বিধান দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ রাসূল আ' লামীন বলেছেন:

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌঁড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌঁড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সূরা আল-আ' রাফ: ৫৪

বহুমাত্রিক সমাজ বৈচিত্রের মাঝখানে হিজাবের যথার্থ কার্যকারিতা লাভ করতে হলে এর সাথে গভীরভাবে যুক্ত করতে হবে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও ভয়কে (তাকওয়া)। আমাদের অনুসরণ করতে হবে রাসূল সা:এর দিক-নির্দেশনাকে। অনেকেই বর্তমান সমাজের অশ্লীলতার তুলনায় নিজেদেরকে ভালো মনে করে একটা মান পর্যন্ত যেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন অথবা শয়তান তাদের সন্তুষ্ট করে রাখে। অথচ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা:এর দেয়া মানদণ্ড কি তা আর জানতেও চান না তারা। আল্লাহ রাসূল আ' লামীন বলেছেন: হে ঈমানদারগন! শয়তানের

পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তাঁর অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দিবে। সূরা আন-নূর: ২১

হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদের আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ না করে যেমনভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানদেরকে আমি যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি। সূরা আল-আরাফ: ২৭

হে বনী আদম! মনে রেখো, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কোন রাসূল এসে তোমাদেরকে আমার আয়াত গুনতে থাকে, তাহলে যারা আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকবে এবং নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে, তাদের কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না। সূরা আল-আরাফ: ৩৪-৩৫

রাসূল সা: বলেছেন -কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যে সব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌রী লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

রাসূল সা: বলেছেন: হে আয়েশা! ছোট-খাটো গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এজন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ইবনে মাজাহ

মহান আল্লাহ তা' লার ওয়াদা অনুযায়ী আমরা যদি কুরআন হাদীসের আলোকে নিজেদের জীবনযাত্রাকে সংশোধন করে নেই তাহলে ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কোন ভয় বা চিন্তার কিছু নেই। দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে স্থায়ী বাসস্থান জান্নাত প্রাপ্তি হবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াতটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শিক্ষা:

- কাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে।
- কাদের জন্য নির্দেশ: তাঁর স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীগণ।
- মূল হুকুম: তাঁরা যেন বাইরে বের হওয়ার সময় তাদের চাদর বা জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেন (মাথা, মুখ ও শরীর ঢেকে রাখেন)।
- উদ্দেশ্য: এর মাধ্যমে তাদের ভদ্র ও মার্জিত নারী হিসেবে সহজে চেনা যাবে, ফলে তারা কোনো ধরনের উত্যক্ত বা হযরানির শিকার হবেন না।
- শেষাংশ: আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু

উল্লেখিত আয়াতের جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন। ‘জিলবাব’ অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। [দেখুন: কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। [ইবনে কাসীর]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সিরীন রহ বলেনঃ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) ছিলেন ৮ম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ইসলামি স্কলার, তাবেঈ (সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম), হাদিস বর্ণনাকারী এবং স্বপ্নব্যাখ্যাকারী

আমি আবীদা আস-সালমানীকে(তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই, মক্কা বিজয়ের বছর (ইস্তিকালের প্রায় দুই বছর আগে) ইয়েমেনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে মহানবী ﷺ-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি ‘সাহাবী’ নন, বরং একজন ‘মখদরম’ বা প্রবীণ তাবেয়ী হিসেবে গণ্য হন, মদীনায়ে এসে তিনি খলিফা আলী ইবনে আবী তালিব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতো প্রখ্যাত সাহাবীদের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাদের কাছ থেকে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।) এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে ادناء ও جلباب এর তাফসীর কার্যত: দেখিয়ে দিলেন। আর নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো। সুতরাং চেহারা, মাথা ও বুক ঢেকে রাখা যায় এমন চাদর পরিধান করা উচিত।

মূল শব্দগুলো হচ্ছে, يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ আরবী ভাষায় ‘জিলবাব’ বলা হয় বড় চাদরকে। আর ‘ইদন’ (ادناء) শব্দের আসল মানে হচ্ছে নিকটবর্তী করা ও ঢেকে নেয়া। কিন্তু যখন তার সাথে ‘আলা’ অব্যয় (Preposition) বসে তখন তার মধ্যে ইরখা (ارخاء) অর্থাৎ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়।

বর্তমান যুগের কোন কোন অনুবাদক ও তাফসীরকার পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ শব্দের অনুবাদ করেন শুধুমাত্র “জড়িয়ে নেয়া” যাতে চেহারা কোনভাবে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু যা বর্ণনা করছেন আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে তিনি يذنبن اليهن বলতেন। যে ব্যক্তিই আরবী ভাষা জানেন তিনি কখনো একথা মেনে নিতে পারেন না যে, يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ মানে কেবলমাত্র জড়িয়ে নেয়া হতে পারে। তাছাড়া مِنْ جَلَابِيهِنَّ শব্দ দু’ টি এ অর্থ গ্রহণ করার পথে আরো বেশী বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে মিন (من) শব্দটি ‘কিছু’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের এক অংশ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জড়িয়ে নিতে হলে পুরো চাদর জড়াতে হবে, নিছক তার একটা অংশ নয়। তাই আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নারীরা যেন নিজেদের চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে ঢেকে নিয়ে তার একটি অংশ বা একটি পাল্লা নিজেদের ওপর লটকিয়ে দেয়, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ঘোমটা।

নবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কিরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীগণের সময়কালে যে আড়ম্বরহীনতা ছিল, পরবর্তী কালের মুসলিম সমাজে সেই আড়ম্বরহীনতা অবশিষ্ট থাকল না। সে যুগের মহিলারা অতি সাদাসিধা লেবাস পরিধান করত। তাদের মাঝে সাজসজ্জা করে বাইরে নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করার মন-মানসিকতা ছিল না। যার ফলে একটি বড় চাদরেই পর্দার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু পরে উক্ত সাদাসিধা বেশভূষা আর থাকল না। বরং সৌন্দর্যময় (দৃষ্টি-আকর্ষী আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা) তার স্থান দখল করে নিল এবং মহিলাদের মাঝে নানা ফ্যাশন ও মডেলের লেবাস ও অলংকার ব্যাপক হয়ে গেল। যার ফলে চাদর দ্বারা সৌন্দর্য গোপন করে পর্দা

করার কাজ বড় মুশকিল হয়ে পড়ল এবং সেই মুশকিল আসান করার মানসে বিভিন্ন রকমের বোরকা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে পড়ল।

যদিও তাতে অনেক সময় মহিলাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হয়; বিশেষ করে প্রচন্ড গ্রীষ্মের সময়ে। কিন্তু এই সামান্য কষ্ট শরীয়তের দাবীর মোকাবেলায় কোন গুরুত্বই রাখে না। এর পরেও যে মহিলা বোরকার পরিবর্তে পর্দার জন্য বড় আকারের (সাদামাঠা) চাদর ব্যবহার করে পুরো শরীর ঢাকে এবং চেহারার উপর ঠিকভাবে ঘোমটা টেনে নেয় সে অবশ্য পর্দার আদেশ মেনে চলে। কারণ বোরকা এমন কোন জরুরী বস্তু নয়, যা পর্দার জন্য শরীয়ত জরুরী করেছে। কিন্তু বর্তমানে মহিলারা চাদরকে বেপর্দা হওয়ার একটা অসীলা বানিয়ে নিয়েছে। প্রথমে তারা বোরকার স্থানে চাদর ঢাকা নেওয়া আরম্ভ করে, পরে সেই চাদরও থাকে না, শুধু ওড়না থেকে যায়। আবার অনেক মহিলার জন্য ওড়না ব্যবহার করাও দুষ্কর মনে হয়। (অনেকে তা থাক করে বুকে-কাঁধে চাপিয়ে রাখে। অনেকে তা জড়িয়েও গলা ও তার নিচের অংশ বের করে রাখে।) এই অবস্থা দেখে বলতে হয় যে, বর্তমানে বোরকা ব্যবহার করাই সঠিক। কারণ যখন থেকে বোরকার স্থান চাদরে দখল করেছে, তখন থেকে বেপর্দা আরো ব্যাপক হয়ে গেছে। বরং মহিলারা অর্ধনগ্ন থাকাকে (সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতি ভেবে তা নিয়ে) গর্ব করতে আরম্ভ করেছে! **إنا لله وإنا إليه راجعون** যাই হোক, এই আয়াতে নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী, কন্যা এবং সাধারণ মু' মিন নারীদেরকে গৃহ থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যাতে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পর্দার আদেশ উলামাদের নিজস্ব মনগড়া কিছু নয়; যেমন কিছু মানুষ বলে থাকে অথবা তার কোন গুরুত্বই দেয় না। বরং এটা আল্লাহর আদেশ যা কুরআন কারীমের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। তা থেকে বিমুখ থাকা, তা অস্বীকার করা এবং বেপর্দার উপর অটল থাকা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। উক্ত আয়াতে দ্বিতীয় বিষয় এই জানা যায় যে, নবী (সাঃ)-এর মাত্র একটি কন্যা ছিলেন না; যেমন শিয়াদের বিশ্বাস। বরং নবী (সাঃ)-এর একের অধিক কন্যা ছিলেন; যেমন কুরআনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। আসলে তাঁর চার কন্যা ছিলেন; যেমন তারীখ, সীরাত (ইতিহাস) এবং হাদীস গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত।

এ আয়াতে পরিস্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। (এই আবীদা আস-সালমানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুসলিম হন কিন্তু তাঁর খিদমতে হাযির হতে পারেননি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে যান। তাকে ফিকহ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ-এর সমকক্ষ মনে করা হতো) ইবন আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেন। তার যেসব উক্তি ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুওইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তার যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, “আল্লাহ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে। তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ খোলা রাখে।” কাতাদাহ ও সুদীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

সাহাবা ও তাবঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাসসির অতিক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন, ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন

খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না।” [জামে উল বায়ান ২২/৩৩]

আল্লামা আবু বকর জাসসাস বলেন, “এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের ‘পবিত্রতাসম্পন্না’ হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।” [আহকামুল কুরআন ৩/৪৫৮]

যামাখশারী বলেন, “তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।” [আল-কাশশাফ ২/২২১]

আল্লামা নিয়ামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, “নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়। এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে।” [গারায়েবুল কুরআন ২২/৩২]

ইমাম রাযী বলেন, ‘এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুঃচরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের সতর অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।’ [তাফসীরে কবীর ২/৫৯১]

() “চেনা সহজতর হবে” এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। “না কষ্ট দেয়া হয়” এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়। [দেখুন: তাবারী, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

“চিনে নেয়া যায়” এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পূত-পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। “না কষ্ট দেয়া হয়” এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়।

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। ----

ইতিপূর্বে জাহেলী জীবন যাপন করার সময় যেসব ভুল করা হয় আল্লাহ নিজ মেহেরবানীতে তা ক্ষমা করে দেবেন তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, এখন পরিষ্কার পথ নির্দেশ লাভ করার পর তোমরা নিজেদের কর্মধারা সংশোধন করে নেবে এবং জেনে বুঝে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

### মুখমন্ডল আবৃত রাখার বিধান সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘ইহরাম গ্রহণকারী নারী যেন নেকাব ও হাতমোজা পরিধান না করে।’ -সহীহ বুখারী ৪/৬৩, হাদীস : ১৮৩৮

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মেয়েরা তাদের হাত ও মুখমন্ডল আবৃত রাখতেন। এ কারণে ইহরামের সময় নেকাব ও দস্তানা না পরার আদেশ করতে হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর হজ্জের বিবরণে বলেছেন, ‘ইহরামের কারণে তারা নেকাব খোলা রাখতেন, কিন্তু যখন পুরুষেরা নিকট দিয়ে অতিক্রম করত তখন তারা মুখমন্ডল আবৃত করে ফেলতেন। তারা চলে যাওয়ার পর নেকাব তুলে ফেলতেন।’ -মুসনাদে আহমদ ৬/৩০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস : ১৭৫৭

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, ‘আমরা পুরুষদের সামনে মুখমন্ডল আবৃত রাখতাম।...’-  
আলমুসতাদরাক, হাকিম ১/৪৫৪

ফাতিমা বিনতুল মুনযির রাহ. বলেন, ‘আমরা আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে আমাদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখতাম।’ -আলমুয়াত্তা, ইমাম মালেক ১/৩২৮; আলমুসতাদরাক, হাকিম ১/৪৫৪

হযরত আয়েশা রা. ইফেকর দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন-‘আমি আমার স্থানে বসে ছিলাম। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আসসুলামী ছিল বাহিনীর পিছনে। সে যখন এখানে পৌঁছল তখন একজন ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি দেখতে পেল। এরপর সে আমার নিকট এলে আমাকে চিনে ফেলল। কারণ পর্দা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে সে আমাকে দেখেছিল। তখন সে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে ওঠে, যার দরুণ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং ওড়না দিয়ে নিজেকে আবৃত করে ফেলি।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, ‘আমি ওড়না দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেলি।’ -সহীহ বুখারী ৫/৩২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭৭০; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩১৭৯

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন-‘সঠিকতর সিদ্ধান্ত এই যে, নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে দুই হাত, দুই পা ও মুখমন্ডল খোলা রাখার অবকাশ নেই।’ -মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/১১৪

ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, ‘নারী নামায আদায়ের সময় দুই হাত ও মুখমন্ডল খোলা রাখতে পারেন, কিন্তু এভাবে বাজারে ও লোকের সমাগমস্থলে যাওয়ার অবকাশ নেই।’ -ই’ লামুল মুয়াক্কিযীন ২/৪৭

শায়খ ইবনে বায রাহ., শায়খ ইবনে উছাইমীন ও শায়খ ইবনে জিবরীনও একই ফতোয়া দিয়েছেন। দেখুন : রিসালাতুন ফিলহিজাবি ওয়াসসুফূর, পৃ.১৯; ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম পৃ. ১১৬৯

বিখ্যাত তাফসীরকার ইবনে কাছীর রাহ. বলেন, ‘আয়াতের অর্থ, পরপুরুষের সামনে নারী তার কোনো প্রকারের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যা আবৃত রাখা সম্ভব নয় তার কথা আলাদা। এর দৃষ্টান্ত দিয়ে ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, ‘চাদর ও কাপড়।’ অর্থাৎ আরবের নারীগণ যে বড় চাদরে তাদের পরনের কাপড় ঢেকে বের হতেন এবং কাপড়ের নীচের অংশ, যা চলার সময় চাদরের নীচ দিয়ে প্রকাশিত হয়ে যেত তা যেহেতু ঢেকে রাখা সম্ভব নয় তাই এতে কোনো দোষ নেই।

কুরআন মাজীদের শব্দ ও বাক্য, আলোচ্য বিষয়ের হাদীস ও আছার এবং উসুলুল ফিকহের নীতি ও বিধান ইত্যাদি বিবেচনায় ইবনে মাসউদ রা.-এর ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য। কিছু বিষয় লক্ষ করুন :

এক. আলোচ্য ক্ষেত্রে কুরআনের শব্দ হচ্ছে ‘যীনাত’ । শব্দটি কুরআন মাজীদে সাধারণত ‘আলাদা সৌন্দর্য’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা আরাফে (৭ : ৩১) বলা হয়েছে, “তোমরা প্রতি নামাযের সময় ‘তোমাদের যীনত’ গ্রহণ করবে।” এখানে ‘তোমাদের যীনত’ অর্থ পোষাক, দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। বিস্তারিত দেখুন : জামিউল বায়ান, তাবারী ১৭/২৫৭; আযওয়াউল বায়ান, শানকীতী ৬/১৩৫-১৩৬; আদলালাতুল মুহকামা, ড. লুৎফুল্লাহ খাওজা পৃ. ৯৪

দুই. আয়াতের আলোচ্য অংশের মূল পাঠ হল-‘ইল্লা মা যাহারা মিনহা’ । ‘যাহারা’ অর্থ খুলে গেল, প্রকাশিত হল। ‘খুলল বা প্রকাশ করল’ নয়। সুতরাং ‘যাহারা’ শব্দটিও ‘ঢেকে রাখা অসম্ভব কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশিত সৌন্দর্য’ নির্দেশ করে। ঐ সৌন্দর্য নয় যা ঢেকে রাখা সম্ভব, কিন্তু কেউ কেউ ইচ্ছা করে তা খোলা রাখছে। বিস্তারিত : আল মুহাররারুল ওয়াজীয, ইবনে আতিয়্যাহ ১০/৪৮৮, ৪৮৯; হিজাবুল মারআতি ফিল ইসলাম, ড. ফুয়াদ মুহাম্মাদ-আদিল্লাতুল হিজাব পৃ. ৩০৮-৩০৯

তিন. সূরা আহযাবের ৫৯ নম্বর আয়াতে জিলবাবের একাংশ চেহারার উপর নামিয়ে মুখমন্ডল আবৃত রাখার আদেশ করা হয়েছে। তা-ও সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে ইবনে মাসউদ রা.-এর ব্যাখ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

চার. সহীহ হাদীসে নারীদের মুখমন্ডল আবৃত রাখার যে নির্দেশ ও বিবরণ আছে তা-ও ইবনে মাসউদ রা. এর ব্যাখ্যার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

পাঁচ. উসুলুল ফিকহ ও কাওয়াইদুশ শরীয়া অনুসারেও ইবনে মাসউদ রা.-এর ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য। দেখুন : আলমুহাররারুল ওয়াজীয, ইবনে আতিয়্যাহ ১০/৪৮৯; আযওয়াউল বায়ান ৬/১৩৬ রিসালাতুল হিজাব, শায়খ ইবনে উসাইমীন

ছয়. স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকেও সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় নির্ভরযোগ্য সনদে নারীর মুখমন্ডল আবৃত রাখার বিধান বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : জামেউল বায়ান, তাবারী ১৯/১৮১; আলজামি লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী ১৪/২৪৩; আল ইতকান, সুয়ুতী ৪/২০৭

তদ্রূপ শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহরাম গ্রহণকারী নারীর বিষয়ে ইবনে আববাস রা. সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ‘তারা চেহারার উপর জিলবাব ঝুলিয়ে দিবে, পেঁচিয়ে বাঁধবে না।’ (পেঁচিয়ে বাঁধবে না কারণ, ইহরাম অবস্ায় মেয়েদের মুখে কাপড় লাগানো নিষেধ)- সুল্লামুল আমানী, ড. আকীল ইবনে আহমদ পৃ. ১৭৪

একদিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন যে, মহিলারা পুরুষদের সাথে মিলে মিশে পথ চলছে, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বললেন

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنْ تَوَبَّهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوفِهَا بِهِ

‘আমি তোমাদের দূরত্ব কামনা করছি। কেননা তোমাদের উচিত হবে না রাস্তাকে অাঁকড়ে ধরা। রাস্তার এক পাশে চলা তোমাদের জন্য আবশ্যিক’। এরপর মহিলারা রাস্তার প্রাচীর ঘেঁষে চলতেন, এমনকি তাদের কারো কাপড় প্রাচীরে আটকে যেত। আবুদাউদ হা/৫২৭৪; মিশকাত হা/৪৭২৭।

আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ‘হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন চক্ষু অবনমিত রাখে’ (নূর ৩১)।

আল্লামা ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর মাজমু ‘ফাতওয়া গ্রন্থের শেষ সংস্করণে নারীর পরপুরুষ থেকে পর্দা আবশ্যিক হওয়া সম্পর্কে লিখেছেন, আল্লাহ তা ‘আলা নারীর শোভাকে দু’ ভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শোভা। স্বামী ব্যতীতও মাহরাম ব্যক্তির সামনে প্রকাশ্য শোভা প্রদর্শন করা বৈধ। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মহিলাগণ বড় চাদর পরিধান না করে বাইরে বের হ’ তেন। পুরুষেরা তাদের চেহারা ও হাত দেখতে পেতো। আর এসময় তাদের জন্য চেহারা ও হাত প্রকাশ করা বৈধ ছিল। ফলে তখন তাদের প্রতি তাকানোও বৈধ ছিল। কেননা তাদের জন্য সেগুলো প্রকাশ করা জায়েয ছিল।

অতঃপর যখন আল্লাহ পর্দার এ আয়াত নাযিল করলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلزَّوْجِ أَجْكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চাদর দিয়ে আবৃত করে’ (আহযাব ৩৩/৫৯)। তখন নারীরা পরপুরুষদের থেকে পর্দা করতে শুরু করল।

অতঃপর ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, جلابيب হ’ الملاءة (বড় চাদর)। ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অন্যান্যরা যার নাম দিয়েছেন الرداء (চাদর)। আর জনসাধারণ যার নাম দিয়েছিল الإزار (লুঙ্গি)। সেটা এমন বড় লুঙ্গি, যা নারীর মাথা ও পুরো দেহ আবৃত করে ফেলে। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তাদেরকে বড় চাদর পরিধানের আদেশ দেওয়া হ’ ল যাতে তাদেরকে চেনা না যায়, আর সেটা হ’ ল চেহারা ঢাকা বা নিকাব দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করা। সুতরাং চেহারা ও হস্তদ্বয় এমন শোভা, যা পরপুরুষের সামনে প্রকাশ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতএব এখন পরপুরুষদের জন্য নারীর প্রকাশ্য পোশাক দেখার বৈধতা ছাড়া আর কি বাকী থাকল? ইবনে মাসউদ দু’ টি কর্মের শেষটি এবং ইবনে আববাস দু’ টি কর্মের প্রথমটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নারীর চেহারা ও হস্ত-পদদ্বয় পরপুরুষদের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। এটাই দু’ টি মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মত। কেবল নারীর পোশাকের বাহ্যিক দিক প্রকাশ হ’ তে পারে। মাজমু ‘ফাতাওয়া ২/১১০পৃঃ, ফৎওয়া নং ৬৬

তিনি আরো উল্লেখ করেন, নারীর চেহারা ও হস্ত-পদদ্বয় পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নারী ও মাহরাম ব্যক্তির সামনে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়নি। মাজমু ফাতাওয়া ২/১১৭-১১৮ পৃঃ।

একই গ্রন্থে তিনি আরো উল্লেখ করেন, মূলতঃ জানা উচিত যে, এখানে শরী ‘আত প্রণেতার দু’ টি উদ্দেশ্য রয়েছে। (১) নারী-পুরুষদের মাঝে স্বাভাবিক বজায় রাখা। (২) নারীর পর্দা। মাজমুফাতাওয়া ২/১৫২পৃঃ একথাগুলো ছিল শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর।

আর ইমাম আহমাদের অন্যান্য ফক্বীহ সাথীদের মধ্যে পরবর্তীদের অভিমত, যা আমি এখন উল্লেখ করব। যেমন মানছুর আল-ভুতী المنتهى গ্রন্থে বলেন, খোজা, পুরুষত্বহীন ও লিংগকর্তনকৃ্তের জন্য বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম।

মুসা আল-হাজ্জারী **الافتناع** গ্রন্থে বলেন, সাধারণ পুরুষের ন্যায় লিঙ্গকর্তনকৃত ব্যক্তি ও খোজাদের জন্য বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম। **الافتناع** গ্রন্থে অন্যত্র তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাধীন বেগানা নারীর প্রতি তাকানো অবৈধ এবং তার চুল দেখা হারাম। তিনি **متن الدليل** গ্রন্থে বলেন যে, তাকানো আট প্রকার। যথা- (১) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য অপ্রয়োজনে কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীন বেগানা নারীর প্রতি তাকানো অবৈধ, যদিও সে স্ত্রী মিলনে অক্ষম হয়। এমনকি তার মাথার চুলের দিকে তাকানোও বৈধ নয়।

আর শাফেঈদের বক্তব্য হ' ল, যদি তাকানোর মাঝে কামনা থাকে বা ফিতনার আশংকা থাকে, তাহ' লে কোন মতপার্থক্য ছাড়াই অকাট্যভাবে হারাম। আর যদি তাকানোর মাঝে কামনা বা ফিতনার আশংকা না থাকে, তাহ' লে এ ব্যাপারে দু' টি মত রয়েছে, যা الاقناع গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিশুদ্ধ কথা হ' ল তাকানো হারাম, যেমন المنهاج গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদের ঐক্যমত হ' ল মুখমন্ডল খোলা রেখে নারীদের বাইরে বের হওয়া হারাম। কারণ তার প্রতি তাকানো ফিতনার ধারক ও কামনার উদ্দীপক। এজন্য আল্লাহ তা 'আলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ 'হে নবী! আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন চক্ষু অবনমিত রাখে' (নূর ২৪/৩০)। আর শরী 'আতের উপযুক্ত উপকারিতা হ' ল এ সকল ফিতনার দরজা বন্ধ করা এবং এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা।

আল্লামা শাওকানী তার ‘নায়লুল আওত্বার’ গ্রন্থে বলেন, চেহারা খুলে নারীদের বাইরে বের হওয়া মুসলমানদের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ, বিশেষ করে পাপাচারীদের সামনে।

যারা মুখ খোলা বিষয়ে রেফারেন্স দেন কিছু হাদীসের চলুন তা দেখি-----

### ১নং দলীল :

আল্লাহর বাণী, **وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**, ‘আর তারা সাধারণত যা প্রকাশ পেয়ে যায় তা ব্যতীত তাদের শোভা প্রকাশ করবে না’ (নূর ২৪/৩১)।

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ‘আর সেটা হ’ ল নারীর চেহারা, তালুদ্বয় ও আংটি। এটি আ ‘মাশ সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন। আর ছাহাবায়ে কেরামের তাফসীর শরী ‘আতের দলীল, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার তিনটি দিক রয়েছে-

(ক) সম্ভবত দু' টি কন্মের প্রথমটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পদার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা। যেমন ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) আলোচনা করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

(খ) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল সৌন্দর্য, যা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর এ দু’ টি সম্ভবনাকে শক্তিশালী করে সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহর বাণী, **وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ** -‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টেনে দেয়’ (আহযাব ৩৩/৫৯)। যেমন কুরআন থেকে গৃহীত ওয় দলীলে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(গ) আমরা যদি এ দু’ টি সম্ভাবনার একটিকেও গ্রহণ না করি, তাহ’ লে তা দলীল হিসাবে গ্রহণীয় হবে না। আর ছাহাবীর তাফসীর গ্রহণ করা তখনই আবশ্যিক হবে, যখন কোন ছাহাবী তার বিরোধিতা না করবে। আর যদি অন্য কোন ছাহাবী বিরোধিতা করেন তাহ’ লে ওয় দলীল দ্বারা যেটা শক্তিশালী হবে সেটা গ্রহণ করতে হবে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইবনু আববাসের বিপরীত তাফসীর করেছেন। আর সেটা হ’ ল, **إلا ما ظهر بالرداء**, অর্থাৎ চাদর ও কাপড়ের যে অংশ প্রকাশ পায়, তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা প্রকাশ পাবেই। ফলে দুই ছাহাবীর ব্যাখ্যার মধ্যে কথা ও কাজে ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা প্রাধান্য পাবে।

## ২নং দলিল

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, (বিদায় হজ্জের দিন তার ভাই) ফযল রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীতে বসে ছিল। অতঃপর খাছ ‘আম গোত্রের একটা মহিলা আসল। ফযল তার দিকে তাকাতে শুরু করল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) ফযলের মুখমন্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। বুখারী হা/১৫১৩; মুসলিম হা/১৩৩৪, আবুদাউদ হা/১৮১১; নাসাঈ হা/২৬১৩। এ হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, মহিলাটির মুখ খোলা ছিল।

ইবনে আববাসের বর্ণিত হাদীছ দ্বারা পরপুরুষের বেগানা নারীর প্রতি তাকানোর বৈধতা প্রমাণ করে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ফযল (রাঃ)-এর তাকানোকে সমর্থন করেননি। বরং তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। আর এজন্য ইমাম নববী হুইহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এ হাদীছের অন্যতম উপকারিতা হ’ ল বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন, এ হাদীছের ফায়েদা হ’ ল, বেগানা নারীর প্রতি তাকানো নিষিদ্ধ ও চক্ষু অবনমিত রাখা আবশ্যিক। কাযী আয়ায বলেন, কারো কারো মতে ফিতনার আশংকা না থাকলে চেহারা ঢাকা আবশ্যিক নয়। তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম ফযলের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া, এ সকল মত থেকে অধিক যুক্তিযুক্ত চেহারার ঢাকা আবশ্যিক হওয়ার জন্য। আর তার কথা **غطى وجه الفضل** অর্থাৎ তিনি ফযলের চেহারা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন যেমন বর্ণনায় এসেছে।

কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাটিকে চেহারা ঢাকার নির্দেশ দেননি তো? এর উত্তর হ’ ল, এটা স্পষ্ট যে সে মহিলা ছিল ইহরাম অবস্থায়। আর তখন চেহারা খুলে রাখাই শরী ‘আত সম্মত, যতক্ষণ তার দিকে কোন পর পুরুষ তাকাবে না। অথবা বলা যায় যে, সম্ভবত পরে রাসূল (ছাঃ) তাকে চেহারা ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা নির্দেশের বর্ণনা না থাকাটা নির্দেশ দেননি এর প্রমাণ বহন করে না।..

ইমাম মুসলিম ও আব্দুদাউদ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজিলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,  
‘আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, তোমার চক্ষু ফিরিয়ে নিবে। বুখারী  
হা/২; আবু দাউদ হা/২১৫০।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমাকে তিনি নির্দেশ দিলেন আমার চক্ষু ফিরিয়ে নিতে। মুসলিম হা/২১৫৯।

### ৩নং দলিলঃ

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল  
(ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আসমা! নারী যখন  
যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার এটা ওটা ব্যতীত প্রকাশ করা বৈধ নয়। তিনি চেহারা ও দু’ কজির দিকে  
ইঙ্গিত করে দেখালেন। আবু দাউদ হা/৪১০৬; মিশকাত হা/৪৩৭২।

স্বয়ং ইমাম আব্দুদাউদ হাদীছটিকে মুরসাল ও মুনকাতী বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ সহ হাদীছের অন্যান্য  
ইমামগণ একে যঈফ বলেছেন।

আসমা বিনতে আবী বকর সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি দুই কারণে দুর্বল বা যঈফ-

(ক) انقطاع তথা আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে খালিদ বিন দুরাইকের সাক্ষাৎ না হওয়া। যেমন আব্দুদাউদ ও আবু  
হাতিম আর-রাযী বলেন, خالد بن دريك لم يسمع من عائشة অর্থাৎ খালিদ বিন দুরাইক আয়েশা (রাঃ)-এর  
নিকট থেকে এ হাদীছ শুনেনি।

(খ) এর সনদে সাঈদ ইবনে বুশাইর আন-নাছরী নামক এক রাবী আছে, সে দামেস্কের লোক। ইবনে মাহদী  
তাকে মাতরুক বলেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ, ইবনে মঈন, ইবনুল মাদিনী ও ইমাম নাসাঈ তাকে দুর্বল  
রাবী বলেছেন। অতএব একটা দুর্বল হাদীছ পূর্বে বর্ণিত পর্দা আবশ্যিক হওয়ার উপর বিশুদ্ধ হাদীছের সমকক্ষ হ  
'তে পারে না এবং তার উপর আমল করাও যাবে না। তাছাড়া হিজরতের সময় আসমা (রাঃ)-এর বয়স ছিল  
২৭ বছর, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী। কী করে চেহারা ও কজি ছাড়া গোটা দেহে পাতলা কাপড় পরে রাসূল  
(ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করতে পারেন? এছাড়া এটা বিশুদ্ধ ধরা হ'লে এটা পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের  
ঘটনার উপর প্রমাণ বহন করে। আর মূল থেকে বর্ণিত দলীল আসল অবস্থার উপর প্রাধান্য পাবে।

### ৪নং দলীল :

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম।  
তিনি খুৎবার পূর্বে আযান, ইকামত ব্যতীত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর লোকদেরকে উপদেশ, নছীহত  
করলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট এসে ওয়ায-নছীহত করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা ছাদাকা কর,  
কেননা তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের জ্বালানী হবে। দু' গাল লালচে কালো দাগ মিশ্রিত একজন মহিলা  
নারীদের মধ্যে হ'তে দাঁড়িয়ে বলল, কেন হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)?...। মুসলিম হা/৮৮৫।

জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সময়কাল উল্লেখ নেই। হতে পারে মেয়েটি ছিল অতি বৃদ্ধা যে বিবাহের  
আশা করে না। ফলে তার জন্য চেহারা খোলা রাখা বৈধ। যা অন্যান্য নারীর উপর পর্দা আবশ্যিক হওয়াকে

নিষিদ্ধ করে না। অথবা এ ঘটনা ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের। কারণ সূরা আহযাবের পর্দা সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীতে আর ঈদের ছালাত শরী ‘আতে প্রবর্তিত হয় দ্বিতীয় হিজরী সালে। তাই এমন ঘটনা হ’তে পারে।

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কী জাহান্নাম নয়’ ? (যুমার ৩২)।

আল্লাহ তা’লা বলেছেন:

আর যেসব যৌবন অতিক্রান্ত মহিলা বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে দেয়, তাহলে তাদের কোন গোনাহ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না। তবু তারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে তাহলে তা তাদের জন্য ভালো এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। সূরা আন-নূর: ৬০

এই আয়াতে বলা হয়েছে এমন সব মহিলাদের কথা, যাদের বয়স এমন পর্যায়ে গিয়েছে, যে তাদের আর সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা নেই; যে বয়সে তার নিজের যৌন কামনা মৃত হয়ে যায় এবং তাকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও কোন যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না।

“নিজেদের কাপড় নামিয়ে রাখে” - কিন্তু এর অর্থ সমস্ত কাপড় নামিয়ে উলংগ হয়ে যাওয়া তো হতে পারে না। এমন চাদর যার সাহায্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ঘোমটা যা দ্বারা মুখ-মন্ডল বা মাথা ঢেকে রেখেছিল সেটা খুলে রাখলে অপরাধ হবে না যদি তাদের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন করা না হয়। সাজ-গোজের মাধ্যমে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা যার বাসনা থাকবে না, যার মনে বিবাহের বা সংসার জীবনের কোন আগ্রহই থাকবে না বা কারো মনে তাদেরকে দেখে এরকম বাসনা আসবে না, সে ধরনের বয়স্ক নারীদের ব্যপারে পর্দার শিথিলতা রয়েছে কিন্তু এর অন্যথায় বৃদ্ধার জন্যও শিথিলতা নেই। তাহলে বুঝতে হবে যুবতি, মধ্যবয়সী, অল্প বৃদ্ধা নারীর ক্ষেত্রে শিথিলতা নেই। আয়াতের শেষে বৃদ্ধা নারীদেরকেও পূর্ণ পর্দা পালনে উৎসাহ দিয়েছেন আল্লাহ তা’য়ালা।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْمُزْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

৬০. মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করব; এরপর এ নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে—

“মনের গলদ” বলতে এখানে দু’ ধরনের গলদের কথা বলা হয়েছে।

এক, মানুষ নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের অশুভাকাংখী হয়।

দুই, মানুষ অসৎ সংকল্প, লাম্পাট্য ও অপরাধী মানসিকতার আশ্রয় নেয় এবং তার পুণিগন্ধময় প্রবণতাগুলো তার উদ্যোগ, আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়াবার এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য সেসময় প্রতি দিন মদীনায় এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে বেড়াতো যে, অমুক জায়গায় মুসলমানরা খুব বেশী মার খেয়ে গেছে, অমুক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল শক্তিশালী সমাবেশ ঘটছে এবং শিগগির মদীনার ওপর অতর্কিত হামলা হবে। এই সঙ্গে তাদের আর একটি কাজ এও ছিল যে, তারা নবীর পরিবার ও শরীফ মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অলীক গল্প তৈরি করে সেগুলো ছড়াতে থাকতো, যাতে এর ফলে জনগণের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানদের নৈতিক প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহ করার জন্য মুনাফিকরা বিভিন্ন গুজব রটাতো যে, অমুক এলাকায় মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে বা বড় শত্রু দল হামলা করার জন্য আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

مَلْعُونَيْنِ ۖ اَيْنَمَا تُفْقَرُوا اخْذُوا وَ قُتِلُوا نَفْتِيلًا ۝ ٦١ : ٣٣

৬১. অভিশপ্ত হয়ে; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, “ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত: হত্যা করা হবে।” [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

এটা এ আদেশ নয় যে, তাদেরকে ধরে ধরে মেরে ফেলা হবে; বরং এটা বদুআ যে, যদি তারা তাদের মুনাফিকী ও তার কীর্তিকলাপ থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের কঠিন শিক্ষামূলক পরিণতি হবে। অনেকে বলেন, এটা আদেশ। কিন্তু মুনাফিকরা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নিজেদের মুনাফিকী কর্ম থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে ঐ আদেশ কার্যকর করা হয়নি, যার আদেশ উক্ত আয়াতে দেওয়া হয়েছিল। (ফাতহুল কাদীর)

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ ٦٢ : ٣٣

৬২. আগে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর আপনি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্বতন্ত্র বিধান আছে। সে বিধান হচ্ছে, একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে এ ধরনের ফাসাদীদেরকে কখনো সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া হয় না। যখনই কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আল্লাহর শরীয়াতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে এ ধরনের লোকদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হবে, যাতে তারা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে নেয় এবং তারপর তারা বিরত না হলে কঠোরভাবে তাদেরকে দমন করা হবে।

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝ ٦٣ : ٣٣

৬৩. লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এর জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটই আছে। আর কিসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?

সাধারণত কাফের ও মুনাফিকরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন করতো। এর মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা তাদের উদ্দেশ্য হতো না। বরং তারা ঠাট্টা-মস্করা ও তামাশা-বিদ্রূপ করার জন্য একথা জিজ্ঞেস করতো। আসলে তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো না। কিয়ামতের ধারণাকে তারা নিছক একটি অন্তসারশূন্য হুমকি মনে করতো। কিয়ামত আসার আগে তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় ঠিকঠাক করে নেবার ইচ্ছা রাখে বলেই যে তারা তার আসার তারিখ জিজ্ঞেস করতো তা নয়। বরং তাদের আসল উদ্দেশ্য এই হতো, “হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা তোমাকে ছোট করার জন্য এসব করেছি এবং আজ পর্যন্ত তুমি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারোনি। এখন তাহলে তুমি আমাদের বলো, সেই কিয়ামত কবে হবে যখন আমাদের শাস্তি দেয়া হবে।”

"তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে—তা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এর চরম জ্ঞান তো আপনার রবের নিকটই রয়েছে।" সূরা আন-নাযিয়াত (আয়াত: ৪২-৪৪)

তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তা কখন ঘটবে? বলে দিন—এর জ্ঞান তো কেবল আমার রবের নিকটই রয়েছে। একমাত্র তিনিই নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন..." সূরা আল-আরাফ (আয়াত: ১৮৭):

হাদিসে জিবরাঈল (কিয়ামত কখন হবে):

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের বেশে এসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন (তা কখন হবে)?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন:

"এই বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে (রাসুল), তিনি জিজ্ঞেসকারী (জিবরাঈল) অপেক্ষা বেশি কিছু জানেন না।" (অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া ফেরেশতা বা নবী—কেউই জানেন না।) (সহীহ মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "অদৃশ্য বা গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।" এরপর তিনি সূরা লোকমানের ৩৪ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করেন (যার প্রথমটি হলো কিয়ামতের জ্ঞান)।

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, "কিয়ামত কখন হবে?" আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?" লোকটি বলল, "আমি অনেক নামাজ, রোজা বা সদকা প্রস্তুত করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি।" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তুমি (পরকালে) তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাসো।" (সহীহ বুখারী)

৩৩ : ৬৪ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন;

৩৩ : ৬৫ خَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجْزُونَ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا

৬৫. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক পাবে না, কোন সাহায্যকারীও নয়।

৩৩ : ৬৬ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيِّنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَ لَا

৬৬. যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا ۖ ٦٧ : ٦٦

৬৭. তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল;

কেয়ামতের দিন জাহান্নামী ব্যক্তির যখন ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হবে, তখন তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে যে সমস্ত নেতা, অন্ধ অনুসারী বানিয়ে রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তি বা আলেমদের কথা অন্ধভাবে মেনে নিয়েছিল—তাদের দায়ী করে আল্লাহর দরবারে এই আক্ষেপ ও ফরিয়াদ জানাবে

আমরা তোমার পয়গম্বর ও দ্বীনের প্রতি আহবানকারীদেরকে বর্জন করে নিজেদের নেতা, বুয়ুর্গ ও বড়দের কথা মত চলেছিলাম, কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাদেরকে তোমার পয়গম্বর থেকে দূরে রেখে পথভ্রষ্ট করেছিল। বাপ-দাদাদের প্রথার অনুসরণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধানুকরণ আজও বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ। হায়! যদি মুসলিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সেই মানুষের তৈরী পথ বর্জন করে কুরআন ও হাদীসের সরল পথ অবলম্বন করত, তাহলে তাদের কতই না মঙ্গল হত। কারণ পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে নিহিত আছে। বুয়ুর্গ ও বড়দের অন্ধানুকরণে অথবা বাপ-দাদার প্রাচীন পথ অবলম্বনে নয়।

"স্মরণ করো, যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল, অনুসারীদের সাথে তারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর অনুগামীরা বলবে, 'হায়! যদি আমাদের আর একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।' ..." সূরা আল-বাকারাহ (২:১৬৬-১৬৭)

সূরা আল-ফুরকান (২৫:২৭-২৮):

"যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'"

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا ۖ ٦٧ : ٦٦

৬৮. হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।

এটি মূলত একটি সাধারণ ও নীতিগত সতর্কবার্তা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিয়ামতের দিন মক্কার কাফির এবং সাধারণ মানুষ—যারা সত্য জেনেও তাদের গোত্রীয় নেতা ও অহংকারী প্রধানদের অন্ধ অনুকরণ করেছিল—জাহান্নামের আগুনে পুড়তে পুড়তে কীভাবে চরম অনুশোচনা করবে, এখানে সেই ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে

এই আয়াতের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও মূল শিক্ষা নিচে কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করা হলো:

• অন্ধ অনুসরণের পরিণতি: আরবের সাধারণ কাফিররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত পাওয়া সত্ত্বেও আবু জাহেল, আবু লাহাবদের মতো অহংকারী নেতাদের কথায় চলত। জাহান্নামে যাওয়ার পর তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতাদেরকে ও আমাদের প্রধানদেরকে মান্য করতাম। তারাই আমাদেরকে গুমরাহ (পথভ্রষ্ট) করেছিল।"

• দ্বিগুণ শাস্তির যৌক্তিকতা: তাদের নেতারা দুটি অপরাধ করেছিল—নিজেরা কুফরি করেছিল এবং অন্যদেরকেও সত্য পথ থেকে দূরে রেখেছিল। তাই সাধারণ মানুষ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যেন তাদের সেই বিভ্রান্তকারী নেতাদের সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি ও মহা অভিসম্পাত দেওয়া হয়।

• কুরআনের অন্য আয়াতের সাথে মিল: এই একই ধরনের আক্ষেপ ও দৃশ্য কুরআনের আরও বেশ কিছু সূরায় এসেছে;

সূরা আল-আ'রাফ (৭:৩৮):".

..যখনই কোন দল তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখনই তারা তাদের সহোদর দলকে অভিসম্পাত করবে। অবশেষে যখন সবাই তাতে একত্রিত হবে, তখন অনুগামীরা তাদের নেতাদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; কাজেই আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দিন।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।

সূরা সাবা (৩৪:৩১-৩২):

"আর কাফিররা বলে, 'আমরা কখনই এই কুরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়।' আপনি যদি দেখতেন যখন যালিমদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে! তখন তারা একে অপরের ওপর দোষারোপ করবে; যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা অহংকারীদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' অহংকারীরা দুর্বলদের বলবে, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী।' "